তারিখ ... 08 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ২ ...

সমকাল

জঙ্গিবাদে শিক্ষার্থীদের ঝোঁক দায়ী সেমিস্টার পদ্ধতি!

■ সাব্বির নেওয়াজ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকয়েক শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদে ঝুঁকেছিল বলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে ধরা পড়েছিল। এর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান সেমিস্টার পদ্ধতি দায়ী– উচ্চশিক্ষার দেখভালকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) এটাই মনে করছে। ইউজিসির সর্বশেষ (২০১৬ সালের) বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এ কথা। এখন মুদ্রণ পর্যায়ে রয়েছে প্রতিবেদনটি। শিগগিরই রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে এটি।

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন

গত বছর গুলশানের হলি আর্টিসান ও শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে জঙ্গি হামলায় কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা পাওয়ার পর নড়েচড়ে বসে সরকার। বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নজরদারি বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং, তাদের প্রতি আলাদারকম নজর রাখাসহ বেশ কিছু পরামর্শ সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে এসেছিল সে সময়।

শিক্ষার্থীদের একাংশ জঙ্গিবাদে যুক্ত হওয়ার জন্য ইউজিসি কেন সেমিস্টার পদ্ধতিকে দায়ী করছে, তার ব্যাখ্যা বার্ষিক এই প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে সরকারি এ সংস্থাটি। বার্ষিক প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী একটি সেমিস্টারে শুধু দুটি কোর্স নিয়ে পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীর মর্যাদা পায়। স্নাতক পর্যায়ে শুধু দুটি কোর্স থাকার কারণে প্রচুর 'অবসর সময়' পায় তারা। এর ফলে জঙ্গিবাদসহ নানা অপতৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে তারা। এ জন্য প্রতি সেমিস্টারে কমপক্ষে তিনটি কোর্স আবশ্যিক করার কথা বলা হয়েছে এ সুপারিশে। এ ছাড়াও শিক্ষক, শিক্ষার্থী কিংবা কর্মকর্তারা সংবিধান পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ড যেন করতে না পারেন, সে জন্য সুপারিশে আরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, শুধু বাজার ও বাণিজ্যমুখী বিষয়গুলোকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশেষ করে যে বিষয়গুলো চাকরির বাজারে গুরুত্বপূর্ণ বা চাহিদাসম্পন্ন, পড়ানো হয় সেগুলোই। বাংলা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি এমনকি পদার্থবিজ্ঞান, ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

জঙ্গিবাদে শিক্ষার্থীদের ঝোঁক

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

রসায়ন, গণিতের মতো বিষয়ও অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বহীন। এসব কারণকেও শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে যুক্ত হওয়ার কারণ হিসেবে দেখছে ইউজিসি। কারণ বাণিজ্যনির্ভর বিষয়গুলোর পাঠে কোনো 'নৈতিক' ও 'আদর্শিক' বিষয় থাকে না।

এ ব্যাপারে বরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'বরাবরই সেমিস্টার পদ্ধতির বিপক্ষে আমি। আগের ইয়ার সিস্টেমই ভালো ছিল। একজন শিক্ষার্থী চার মাস বা ছয় মাসে মাত্র দুটি কোর্স পড়বে, স্বাভাবিক কারণে তারা প্রচুর অবসর সময় পাবে। এতে কেউ কেউ জঙ্গিবাদসহ নানা অপতৎপরতায় জড়াবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই পুরো পদ্ধতিরই খোলনলচে পাল্টে ফেলা জরুরি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিন সেমিস্টার পদ্ধতির লাগাম টানার উদ্যোগ নিয়েও অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থাটি বছরে তিন সেমিস্টারের বদলে দুই সেমিস্টার পদ্ধতির নির্দেশনা দিয়ে এরই মধ্যে দুই দফা সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। আর নতুন যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে, সেগুলোতে শুরু থেকেই দুই সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর নির্দেশ দিয়েছে দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক এ সংস্থাটি। তবে এ নির্দেশনা অকার্যকর করতে আটঘাট বেঁধে নেমেছে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারা ইউজিসির এমন সিদ্ধান্তকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াবে জানিয়ে এটি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের দাবি জানান।

এ ব্যাপারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের সংগঠন 'বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি'র সভাপতি শেখ কবির হোসেন সমকালকে বলেন, 'আমার জানা মতে প্রত্যেক সেমিস্টারে একজন শিক্ষার্থীকে আবশ্যিকভাবে তিনটি কোর্স নিতে হয়। এক সেমিস্টারে দুটি কোর্স থাকলে ওই শিক্ষার্থী চার বছরে সব কোর্স শেষ করতে পারবে না। তারপরও কেউ যদি করে, এটা আমরা সমর্থন করি না।' জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জঙ্গিবাদে যুক্ত থাকা শিক্ষার্থীরা ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিস্টারে তিন কোর্স আবশ্যিক। তারপরও তারা জঙ্গিবাদে যুক্ত হয়েছে। তাই এটি সেমিস্টার পদ্ধতির কোনো সমস্যা, এটা মনে করি না।'

এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, 'চার মাসে একজন শিক্ষার্থীকে মাত্র দুটি কোর্স পড়ানো হলে তার হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকে। এ সময় সে জঙ্গিবাদসহ নানা খারাপ কাজে যুক্ত হয়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে আমরা রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমরা চিঠি দিতে দিতে ক্লান্ত। দুই সেমিস্টার চালুর জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চিঠি দিয়েছিলাম। উল্টো মালিকরা আমাদের নানা ধরনের হুমকি দেয়। তারা নাকি তিন সেমিস্টার বন্ধ করতে পারবে না।'